ইয়া আবি! জাওয়িয্যজনি

বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

প্রকাশকের কথা...

কোনো সন্তান পড়ালেখায় অমনোযোগী হলে মা-বাবা খুব পেরেশান হন। বেকার ছেলেটির কখন চাকরির ব্যবস্থা হবে, এ নিয়ে তারা বড় উদ্বিগ্ন থাকেন। কর্মজীবী সন্তানটি কখনো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, এ নিয়েও অনেক আফসোস করেন। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতাও তাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ। কিন্তু কোনো মা-বাবা কি এ ভেবে কখনো চিন্তিত হন যে, আমার সন্তান তো গুনাহে জড়িয়ে পড়েছে, তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানো আবশ্যক; চারদিকে ফিতনার জাল পাতানো, তাকে এ ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখা দরকার!? বস্তুত, মা-বাবারা সন্তানের পড়ালেখা কিংবা আর্থিক-উন্নতি-অবনতির হিসেবটাই বেশি করেন; তাদের চারিত্রিক অবস্থার প্রতি মোটেও খেয়াল করেন না। অথচ, সন্তানের পড়ালেখা, আয়-রোজগার— এসবে কমতি হলে পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় নেই। কিন্তু যদি তাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটে, তারা গুনাহে জড়িয়ে পড়ে, বেদীনদের মতো জীবনযাপন করে—তবে তো পরকালে তাদের কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। হে সন্তানের অভিভাবকগণ, একটু ভেবে দেখুন! বইটি পড়ে দেখুন, সন্তানের ব্যাপারে আপনার আরও কিছু করণীয় আছে।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি

(বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন)

বই	ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি

(বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন)

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি
(বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন)

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
বরিউস সানি ১৪৪০ হিজরি / ডিসেম্বর ২০১৮ ইসায়ি

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২০ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মোবাইল-ইন্টারনেট। বর্তমানে সহজলভ্য একান্ত আলাপচারিতার এমন আরও কত মাধ্যম! গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার পরিবেশ যেমন আজ বিস্তৃত। উন্মাদনা-উদ্রেককারী সরঞ্জামও তেমনই মানুষের হাতের নাগালে। অশ্লীলতা-বেলেল্লাপনার প্রচার-প্রসারে পাশ্চাত্যের নোংরা প্রচারণাও বেড়ে চলছে আশঙ্কাজনকভাবে। এমন নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে যুবক-যুবতিদের যে কতটা চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটছে, তা আমাদের কারও অজানা নয়।

যে আসক্তির পেছনে পড়ে তারা পাপাচারে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে আসক্তি আর কামনাবাসনা পূরণের সহজ পথ ও বৈধ মাধ্যম হলো বিয়ে। বিয়ের আমল করেই যুবক-যুবতিরা বেঁচে থাকতে পারে চারিত্রিক বহু অবক্ষয় থেকে। কিন্তু বিয়ের মতো আমলটি করতে চাইলেই কি তারা খুব সহজে এ চাওয়া পূর্ণ করতে পারে? বর্তমানের মা-বাবারা কি সন্তানদের বিয়ের আগ্রহের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দ্রুত তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন?

অনেক মা-বাবা তো বরং নিজেদের পরিণত বয়সী সন্তানদের ব্যাপারে ভাবেন, তাদের তো এখনো বিয়ের বয়সই হয়নি; কিংবা বয়স হলেও বিয়ে করার মতো অবস্থানে তারা এখনো পৌঁছতে পারেনি! মা-বাবার ভাবনা-চিন্তা হলো, ছেলেকে আগে লাখপতি হতে হবে, গাড়ি-বাড়ির মালিক বনতে হবে; তারপর আসবে বিয়ের প্রশ্ন! এমনিভাবে মেয়েকেও আগে ডিগ্রি অর্জন করতে হবে, স্বাবলম্বিনী হতে হবে; তারপর দেখা যাবে বিয়ে!

আসলে পরিবারের কেউই বুঝতে চায় না যুবক-যুবতিদের কষ্ট! এজন্যই তারা লজ্জায় পড়ে না পারে মা-বাবাকে কিছু বলতে, আর না পারে বৈধভাবে নিজেরা কিছু করতে! আজকের যুবক-যুবতিদের অল্পসংখ্যকই

হয়তো ধৈর্যধারণ করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশই জড়িয়ে পড়ছে অবৈধ প্রেম-ফ্রি মিক্সিং, এমনকি এসবের শেষ পরিণাম জিনা-ব্যভিচারে! আল্লাহ আমাদের যুবসমাজকে রক্ষা করুন।

এ কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না, যৌবনের শুরু থেকে দীর্ঘ একটা সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ বা পরিবেশ না পাওয়ার কারণেই আজকের যুবক-যুবতিরা হারাম আনন্দ-উল্লাসে জড়িয়ে পড়ছে। উন্মাদ হয়ে গুনাহ-নাফরমানি ইনজয় করছে।

সুতরাং মা-বাবা যদি সত্যিকার অর্থে নিজেদের পরিণত বয়সী সন্তানদের কল্যাণকামী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে। যথাসময়েই সন্তানদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—যৌবনের উত্তাল স্রোতে দুলাল-দুলালিদের হারিয়ে যাবার আগেই। আশা করি, বক্ষ্যমাণ বইটি পড়ে সন্তানের জনক-জননীরা তাদের জরুরি একটি কর্তব্য পালনে সচেতন হয়ে উঠবেন, ইন শা আল্লাহ।

যাহোক, যেসব অবিবাহিত যুবক-যুবতিরা বিয়ে করে গুনাহমুক্ত পবিত্র দাম্পত্য জীবনযাপন করার কথা ভাবছেন, কিন্তু নিজেদের অভিভাবকদের কাছে মনের এ ইচ্ছেটুকু খুলে বলতে পারছেন না! কিংবা বলতে গিয়েও বারবার লজ্জায় ফিরে আসছেন! জি, আপনাদের বলছি। রুহামা পাবলিকেশনের চমৎকার এ উপহার—শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম প্রণীত 'ইয়া আবি! জাওয়িয্যজনি' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটি নিজেও পড়ুন এবং কোনো কৌশলে অভিভাবকের হাতে পৌঁছিয়ে দিন। হুম! আশা করি, এরপরই তারা বুঝে নেবেন, আদরের দুলাল-দুলালির জন্য আশু কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাই সাহস হারাবেন না! বইটি পৌঁছাতে একটু রিস্ক তো নিতেই হবে। বকুনিও খেতে হবে হয়তো! অবশ্য এরপরই আসছে বাসর সজ্জার আয়োজন...! আরে, গুনাহর কাজটাও কি কেউ রিস্ক ছাড়া সহজে করে ফেলতে পারে? গুনাহ-অপরাধে জড়াতে গিয়ে কতজনের যে কত বেহাল দশা হয়েছে, হচ্ছে—এমন হরেক খবর আমরা পাচ্ছি পত্রপত্রিকা আর মিডিয়াগুলোতে। সুতরাং আবারও বলছি, গুনাহমুক্ত একটি সুন্দর দাম্পত্য

জীবনের জন্য একটু সাহস নিয়েই আগে বাড়তে হবে! তা ছাড়া আপনার বাবা তো আর আপনার ছবি তুলে ফেবুতে ছড়িয়ে দেবেন না! পজেটিভ ব্যবস্থাই নেবেন, ইন শা আল্লাহ।

সুখবর কিন্তু আরও একটি আছে! অবিবাহিত পাঠকদের জন্য 'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটির শেষে আরেকটি চমৎকার বই আমরা সংযুক্ত করে একই সঙ্গে প্রকাশ করেছি। যেন জীবনসঙ্গিনীরূপে কেমন নারীকে গ্রহণ করা উচিত, এ ব্যাপারে তাদের দুশ্চিন্তা করতে না হয়। হ্যাঁ, 'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটির শেষেই রয়েছে শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম-এর অসাধারণ আরেকটি গ্রন্থ 'নিকাহুস সালিহাত'-এর বাংলা অনুবাদ—'পুণ্যবতীর সন্ধানে'। আশা করি, পাঠক এ উভয় বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلي آله وصحبه أجمعين

জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বেশুমার নিয়ামত। তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা। মানুষের জীবনে সন্তান-সন্ততিও তেমনই আল্লাহর এক অনন্য উপহার। পুণ্যবান সন্তান মা-বাবার চোখের শীতলতা, হৃদয়ের প্রশান্তি।

সন্তান যখন গুণী, সজ্জন ও চরিত্রবান হয় এবং সব ধরনের ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকে, কেবল তখনই সে মাতা-পিতার জন্য পরিপূর্ণ নিয়ামত হিসেবে পরিগণিত হয়। তারপর সন্তানাদি থেকে আসে গোলাব-কুঁড়ির মতো কচি কচি নাতি-নাতনি—পারিবারিক আসরগুলোকে তারা জমিয়ে তোলে নিষ্পাপ মুখের পুষ্পিত হাসিতে আর পুরো ঘরজুড়ে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো খুশির বিচিত্র সব মণিমুক্তো। এভাবে একটি পরিবার থেকে জন্ম নেয় আরও অনেক পরিবার, বয়ে চলে মানুষের বংশ-পরম্পরা। সন্তানদের দেওয়া মুরব্বিদের তরবিয়ত ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যায় পরবর্তী বংশধরদের হৃদয়ে হৃদয়ে। উত্তম তরবিয়তের সাওয়াবও নিরবধি জমা হতে থাকে পূর্ববর্তীদের আমলনামায়।

সন্তানদের আদর্শচ্যুতি ও চারিত্রিক অধঃপতনের অন্যতম বৃহত্তম কারণ হলো, নানান অজুহাতে তাদের বিয়েকে পিছিয়ে দেওয়া।

বক্ষ্যমাণ রচনায় সন্তানরা হৃদয়ের গহীনে চেপে রাখা অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করছে এবং বিয়ে-সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করছে। আশা করি, তাদের এই আলোচনা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ম্যাসেজ আমরা পেতে যাচ্ছি।

কেস স্টাডি

বাবার গৃহে আমি ছিলাম খুবই আদুরে মেয়ে। আমার কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকত না। পাঁচ ভাইয়ের একটি মাত্র বোন বলে আমার স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-যত্নেও কোনো ত্রুটি হতো না। সবাই আমার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখত। আমার সকল আবদার পরিবারের সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিত।

আর আমার চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল পড়ালেখা। লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতে আমি মোটেও রাজি হতাম না। আর এতে আমার সাফল্যও ছিল বেশ ঈর্ষণীয়। তাই সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে অনুক্ষণ ঘিরে রাখত এবং সবাই আমাকে একটু কাছে পেতে উদগ্রীব থাকত।

আমার সময়গুলো বরাবরের মতো বেশ ভালোই কাটছিল। সময়ের পরিক্রমায় আমি মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হলাম। একদিন মায়ের দেওয়া একটি সংবাদে প্রথম বারের মতো কাঁপুনি ধরল আমার হৃদয়ে। তিনি বললেন, অমুক তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তখন আমি কিছুটা আশ্চর্য ও অহংকার-মাখা স্বরে বললাম, পরিবারের লোকেরা কি আমাকে নিয়ে তামাশা করছে!? এই যে প্রস্তাব আসা শুরু হলো—এর পর থেকে এত ঘন ঘন প্রস্তাব আসতে লাগল যে, আমার অন্য বান্ধবীদের সবার মিলেও বোধহয় এত প্রস্তাব আসত না। একবার তো এক বান্ধবীকে গোপনে বলেই ফেললাম, মনে হচ্ছে—আমাদের শহরের সব যুবকই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, কেউ আর বাকি থাকবে না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করা পর্যন্ত প্রস্তাব আসার এই ধারা অব্যাহত থাকল। তবে এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এল। আমি সর্বদা একই প্রশ্ন করতাম, ছেলের যোগ্যতা কী? তার মধ্যে কী কী গুণ আছে?

আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুই লুকাব না। বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তরুণেরা, বিচিত্র সব পেশার যুবকেরা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা আমার পরিবারের কাছে সম্বন্ধ পাঠাত। বরং আমি তো এই পর্যন্ত বলব, একবার 'আব্দুল্লাহ' নামের অসাধারণ এক যুবক বিয়ের প্রস্তাব দেয়,

যে জ্ঞানে-গুণে এতটা সমৃদ্ধ ছিল যে, আর দশজন পুরুষ মিলেও তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তবুও আমি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। কারণ, আমি সুন্দরী, আমি মেধাবী—আমার একটা অবস্থান আছে!

পড়ালেখার পাট চুকিয়ে যখন কর্মজীবনে পা রাখলাম, সম্বন্ধ আসার ধারা আরও বেড়ে গেল। তবে এতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। যারা প্রস্তাব নিয়ে আসছে তাদের বয়স খানিকটা বেশি—ত্রিশের আশেপাশে! যদিও আমার অন্তরে বিপদঘণ্টা বেজেই চলছিল, কিন্তু আজকের আগে কখনোই তা আমি শুনতে পাইনি। সময় তার গতিতে বয়ে চলছে। এরই মধ্যে এমন একটি প্রস্তাব এল, যা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। জানো, সেটা কী? এমন এক লোক প্রস্তাব নিয়ে আসে, যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং তার একটি সন্তান আছে। এরূপ প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে বড় একটা ধাক্কা খেলাম। পরক্ষণেই বললাম, বেচারি! আমার অবস্থা জানে না, আমি কে? তার জন্য আমার এক ধরনের করুণা হলো।

দিন যায়, সপ্তাহ গড়ায়, মাস ফুরোয়, এদিকে আমার বয়সও বাড়তে থাকে। কিন্তু সেদিকে আমার কোনো খেয়াল নেই। আমি আমার কাজে নিমগ্ন। বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে একদিকে আমার দৈহিক লাবণ্য ও কমনীয়তা কমতে থাকে; অপরদিকে ক্রমশ বড় হতে থাকে আমার কাজের চাপ ও দায়িত্বের পরিধি, চিন্তা-ভাবনায়ও আসতে থাকে বড় ধরনের পরিবর্তন। আমি সকলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে থাকি আর আব্দুল্লাহর মতো এক তরুণের প্রস্তাব পাওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনি। কিন্তু আমার আশায় গুড়ে বালি! প্রবাদ আছে, পাখি উড়ে গেছে তার খাবার নিয়ে। আব্দুল্লাহ এখন চার সন্তানের বাবা আর আমি বেচারা এখনও কুমারী বুড়ি!

আমার বয়স এখন ত্রিশ ছুঁইছুঁই। আশঙ্কাগুলো ঘনীভূত হয়ে আসছে ক্রমশ—ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে জীবন! এই তো আমার বান্ধবী ফাতিমা, সে এখন চার সন্তানের মা। অপর বান্ধবীর কোলজুড়ে চাঁদের মতো ফুটফুটে দুটি মেয়ে। আরেক বান্ধবী স্বামীকে নিয়ে কী যে সুখে দিন কাটাচ্ছে! অথচ, তাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই সাধারণ। আর আমি...!

আমি নির্ঝঞ্ঝাট আরামে দিনাতিপাত করছি। আসলে আমি আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছি; নিজের সাথে মিথ্যে বলছি। সত্যিই কি আমি সুখে আছি? বিশাল জনতার ভিড়ে এক অদ্ভুত নির্জনতা আমায় ছেঁকে ধরেছে। আমার বয়সের সকল মেয়েই তো একাধিক সন্তানের মা—তারা আদরের সন্তানদের সাথে হাসাহাসি করছে, মধুর স্বরে তাদের সম্বোধন করছে।

এদিকে আমার চারপাশে বিচিত্র সব ফিতনা ও পরীক্ষা এসে ভিড় জমাচ্ছে, আমাকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে হিফাজত করেছেন। হয়তো এটি আমার মা-বাবার দুআ ও সুনজরের বরকতে হয়েছে।

একদিন আমি অফিস থেকে ফিরলাম। এরই মধ্যে আমার তীক্ষ্ণ মেধা ও কঠিন অধ্যবসায় কর্মক্ষেত্রে আমাকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের সর্বোচ্চ স্তরে। কিন্তু এই সফলতা আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আমি কাজ থেকে বাসায় ফিরে দেখি, মা আমার উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে আমার বালিশের ওপর রেখে দিয়েছেন। তাতে লেখা, 'মেয়ে আমার, অমুক তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সে ভালো চাকুরি করে আর তার বয়সও কম। আশা করি, তুমি সায় দেবে—যদিও তার অন্য এক স্ত্রী ও ছয়জন সন্তান রয়েছে। দিন কিন্তু চলে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে আমাকে জানাও।'

আমি চিরকুটটা গভীর মনোযোগে পড়লাম এবং রাগে ফেটে পড়লাম। আমি মাথার চুলের দিকে তাকালাম। মাঝে মাঝে সাদা হয়ে ওঠা চুলগুলো লুকাতে এরই মধ্যে আমি কলপ লাগাতে শুরু করেছি। ভাবতে ভাবতে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। শেষ পর্যন্ত এমন একজন লোকও আমাকে প্রস্তাব দিল!?

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রেগেমেগে সেই সন্ধ্যায় আমি বাবার কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, কীভাবে আপনারা এমন একজন মানুষের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যার ছয়টা সন্তান আছে?

আমার পিতার উত্তরটি আমার অন্তরে ধারালো ছুরির মতো বিদ্ধ হলো। তিনি বললেন, গত কয়েক মাসে আমাদের কাছে এমন বিবাহিতরা ছাড়া

অন্য কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসেনি। আমার ভয় হয়—কিছুদিন পর হয়তো এমন সময় আসবে, যখন প্রস্তাব আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

মেয়ে আমার, মুরব্বিরা একটা কথা বলতেন, মেয়েরা গোলাপের মতো—ছিঁড়তে দেরি করলে এর পাপড়িগুলো ক্রমশ শুকিয়ে আসে। আমার মনে হয়, তুমিও এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। মেয়ে, তোমার কাছে তো শত শত প্রস্তাব এসেছিল, তুমি একটা একটা করে সবগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করেছ। ও বেশি লম্বা, সে বেশি খাটো, ওর এই দোষ, অমুকের এই সমস্যা! আর এখন...? এমন সময় এসেছে, তুমি আর কাউকেই পাচ্ছ না...!

পরের দিন মাগরিবের পর আমি মা-বাবার সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। লক্ষ করলাম, তারা আমার দিকে স্নেহ ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি একজন বয়স্ক কুমারী মেয়ে—যে বিয়ের ট্রেন ফেল করেছে। অথচ, ট্রেন তার চোখের সামনে দিয়েই তার সমবয়স্ক বান্ধবীদের নিয়ে চলে গেছে। ভাবতে ভাবতে আমি কেঁদে ফেললাম। আব্বুকে বললাম, ইস! আপনি যদি বিষয়টি সামাল দিতেন! তিনি বললেন, কীভাবে? আমি বললাম, আপনি যদি আমার হাত ধরে আপনার পছন্দের পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিতেন! আপনি কি আব্দুল্লাহকে পছন্দ করতেন না, তার প্রশংসা কি আপনি করতেন না? আপনি কি আপনার খালাতো ভাইকে পছন্দ করতেন না, তার প্রশংসা করতেন না? আব্বু, আপনি যদি তখন এমনটি করতেন, আমি এখন আপনাকে তিরস্কার করতাম না। হায়, আপনি যদি এর জন্য আমাকে প্রহার করতেন!! বলতে বলতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

এখন আর কোনো যুবকই আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে না। না লম্বা, না খাটো; না ধনী, না দরিদ্র—কেউ আসে না। কল্পনার কোনো রাজপুত্র কিংবা স্বপ্নের কোনো নায়ক—কারও দেখা মিলে না। অর্থহীন প্রতীক্ষার বিদঘুটে আফসোসগুলো ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশ। হৃদয়জুড়ে অনুতাপের হাহাকার। জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরলাম আমার মতো বোনদের কল্যাণের জন্য। আমি চাই না, আমার মতো করুণ পরিণতি আর কোনো বোনের হোক...।

সচ্চরিত্রা নারী

সমাজে চারিত্রিক বিপর্যয় ও পদস্খলনের হার বেড়েই চলেছে। শরয়ি **আদালত**গুলোতে যৌন কেলেঙ্কারিবিষয়ক মামলার নথিপত্রের স্তূপ ক্রমশ **উঁচু** হচ্ছে। এই সমস্যার অন্যতম মৌলিক কারণ হলো, যুবকদের বিবাহ সম্পর্কে অনীহা এবং যুবতিদের স্বামী থেকে দূরে অবস্থান। দুর্বল ইমানের **মেয়েরা** খুব সহজেই হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর সূচনা হয় কথা **বলার** মাধ্যমে; তারপর দেখা-সাক্ষাৎ বিষয়টিকে আরও ত্বরান্বিত করে তোলে। এদিকে শয়তান সর্বক্ষণ ওত পেতে থাকে—কখন তাদের ব্যভিচারে লিপ্ত করানো যায়। বেচারা ছেলেরা যৌবনের সীমানায় পা রাখে নড়বড়ে দ্বীনি পরিবেশে, দুর্বল আত্মসংযম নিয়ে। অশ্লীলতার সকল দরজাই তাদের সামনে খোলা থাকে। নফস ও শয়তান সর্বদা তাদের ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে। কে চায় তার সন্তানরা এহেন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হোক!? আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ব্যভিচারকে হত্যার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

'আর তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এসব করে সে শাস্তি ভোগ করবে।'[১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

لا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا

'মানুষ হত্যার পরে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য কোনো গুনাহের কথা আমি জানি না।'

---

১. সুরা ফুরকান : ৬৮

অনেক নারী আছে, যারা বিবাহের মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও যৌবনকে পবিত্র রাখতে চায়। কোনো এক অঞ্চলের কাজি একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেন, 'একদিন আমার দরবারে এক মহিলা এল। সে সামনে রাখা একটি চেয়ারে বসল। পাশে রাখা অপর চেয়ারে এসে বসল এক সুদানি লোক। তার মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি—কুচকুচে কালো শরীর। মহিলাটি বলল, আমি এই লোকটিকে বিয়ে করতে চাই। ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ আশ্চর্যজনক মনে হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি সুদানি? সে বলল, হ্যাঁ। আমি আবার জানতে চাইলাম, আর আপনি সৌদি? সে বলল, হ্যাঁ। সে আরও বলল, আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে বিয়ের অনুমতিও নিয়েছি। আমি মহিলাটির কথায় অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় এখানে কোনো রহস্য আছে। উভয়ের মধ্যে বিশাল চারিত্রিক পার্থক্য ও ভিনদেশি হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি কেন সুদানি লোকটিকে বিয়ে করছে—এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো সে আমাকে বলবে। আমি সুদানি লোকটিকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে বললাম। মহিলাটিকে প্রশ্নটি করলাম। সে বলল, 'আজ নয় বছর হয়ে গেল আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে কেউ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। এই লোকটি আমাদের উট ও গবাদি পশুর রাখাল। আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করতে চাই, নিজেকে পবিত্র রাখতে চাই।' আমি মহিলাটির অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কীভাবে সে গুনাহ থেকে নিজেকে হিফাজত করার চেষ্টা করছে! নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অভিভাবককে না জানিয়ে বিবাহ করতে চাচ্ছে!

কাজি সাহেব আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা এই মহিলাটিকে তাওফিক দিয়েছেন। তাই সে সঠিক পথ বেছে নিতে পেরেছে। কিন্তু অপর মহিলাদের অবস্থা কী হবে, যাদের সমস্যা উত্তরণের সঠিক কোনো পথ জানা নেই? তারা কোথায় যাবে? কার কাছেই-বা অভিযোগ করবে? আমরা জানি, আসলে বিপদটা কত বড় হয়ে আমাদের সামনে আসছে। আমরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করছি।

১৪১৯ হিজরিতে প্রকাশিত الخصائص السكانية للمملكة নামক কিতাবের ৮৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, বর্তমানে দেশে প্রায় দশ লক্ষ তিনশত নারী অবিবাহিতা, যাদের বয়স পনেরো থেকে ত্রিশের মধ্যে।

বিবাহের গুরুত্ব ও মর্যাদা

বর্তমানে অনেক মুসলিমের কাছে বিয়ের বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে। এর একটি স্পষ্ট নিদর্শন হলো, সঠিক ও স্বাভাবিক বয়সে বিয়ে না করা। অথচ, ইসলামে বিবাহকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

১. ইসলামে বিবাহের অবস্থান ও মর্যাদা অপরিসীম। উলামায়ে কিরাম বিবাহকে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন। মুহাদ্দিসিনে কিরাম বিবাহসম্পর্কিত হাদিসগুলো সংকলন করেছেন এবং স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম মুসলিম ও আবু-দাউদ রহ.-সহ আরও অনেকেই তাদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থে ইসলামের পঞ্চ ভিত্তি—ইমান, সালাত, জাকাত, সাওম ও হজের অধ্যায়ের পরেই বিবাহের অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এমনকি তাঁরা বিবাহের অধ্যায়কে জিহাদের অধ্যায়ের আগে এনেছেন।

২. উলামায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরামের দৃষ্টিতে বিবাহ নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও অগ্রগণ্য। একদল ফকিহর মতে বিবাহ হজের ওপরও প্রাধান্যপ্রাপ্ত, যদিও হজ ইসলামের পঞ্চ রুকনের অন্যতম।

৩. কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ের সংবাদ শুনলে পরিচিত ও নিকটাত্মীয়রা সকলেই খুশি হয়। আর বিবাহের অধিক গুরুত্বের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ উপলক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

বিবাহের উপকারিতা

ইসলামের প্রতিটি বিধানেই নিহিত আছে দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ—বিবাহও এর বাইরে নয়। নিম্নে বিয়ের কতিপয় উপকারিতার ওপর আলোকপাত করা হলো :

এক. বিবাহের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ পালন ও তাঁর অনুসরণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

'হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়।'[২]

দুই. বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের চরিত্রকে পবিত্র রাখতে পারে, দূরে থাকতে পারে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কতিপয় উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'যৌন সঙ্গমের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিনটি :

১. মানুষের বংশধারার সংরক্ষণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে মানবজাতি আগমনে আল্লাহর নির্ধারিত যে চূড়ান্ত লক্ষ্য, তার পরিপূর্ণতা সাধন।

২. শরীর থেকে বিশেষ কিছু রস ও তরল বের করে দেওয়া, যেগুলো আটকে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৩. অন্তরের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা, পুলক অনুভব করা ও আল্লাহর নিয়ামত উপভোগ করা। মিলনের মাধ্যমে বেহেশতে কেবল এই তৃতীয় লক্ষ্যটিই অর্জিত হবে। কেননা, বেহেশতে মানুষের বংশবৃদ্ধি যেমন হবে না, তরল বীর্যপাতও হবে না।

উল্লিখিত কল্যাণ ও উপকারিতার কারণেই অনেক আলিম বলেছেন, 'বিয়ে-শাদি করা নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়ার চেয়ে উত্তম।'

যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং হারাম থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন। মুমিনের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾

২. সহিহ বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০

> 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ—যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জাকাতদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে।'[৩]

তিন. বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্টি হয় অপূর্ব প্রেম, অসীম দয়া ও নিবিড় হৃদ্যতা। এর সূত্র ধরে উভয়ের পরিবারের মাঝেও গড়ে ওঠে এক মধুর বন্ধন ও সহমর্মিতা। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে এই বৈবাহিক বন্ধন ও সম্প্রীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

চার. বিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় সন্তানের মতো অমূল্য নিয়ামত, অব্যাহত থাকে মানুষের বংশ-পরম্পরা। একজন নেককার সন্তান বাবার জন্য প্রভূত কল্যাণের কারণ—মৃত্যুর পরও জারি থাকে পুণ্য ও কল্যাণের এই ধারা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

> 'আদম-সন্তান যখন মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে আমলের ধারা জারি থাকে।'

হাদিসে বর্ণিত তিনটি উৎসের একটি হলো (وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) 'এমন নেককার সন্তান, যে তার পিতার জন্য দুআ করে।'[৪]

পাঁচ. বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর জন্য খরচ করে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং উভয়েই পরস্পরকে ভালোবাসে, সাহায্য করে, মধুর আচরণ করে—এসবের মাধ্যমে তারা অনেক নেকি ও সাওয়াব অর্জন করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ له صَدَقَةٌ

---

৩. সুরা মুমিনুন : ১-৫

৪. আন-নাফাকাহ আলাল ইয়াল লি ইবনি আবিদ দুনিয়া : ৪৩০, সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

'নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কোনো জীবিকা নেই। মানুষ নিজের জন্য এবং আপন পরিবার, সন্তানাদি ও কর্মচারীর জন্য যা খরচ করে, তা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়।'[৫]

ছয়. সন্তান জন্মদান, তাদের প্রতিপালন, সঠিকভাবে তালিম-তরবিয়ত প্রদান এবং দ্বীনের দায়ি ও উম্মাহর কান্ডারি হওয়ার যোগ্য করে তাদের গড়ে তোলা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

সাত. বিবাহ রিজিক বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ

'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলা নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন।'

যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করে, সে এই তিনজনের অন্তর্ভুক্ত।[৭]

আট. মহিলারা স্বামীর আনুগত্য ও পরিবারের দেখাশোনা করার কারণে মুজাহিদ পুরুষের ন্যায় সাওয়াব লাভ করবে।

---

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৩৮

৬. সুরা নুর : ৩২

৭. সুনানে তিরমিজি : ১৬৫৫

নয়. সন্তান হারানোর শোকে ধৈর্যধারণ করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

'কোনো মুসলমানের যদি তিন সন্তান মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; তবে কসম পূর্ণ হওয়ার[৮] পরিমাণ।'[৯]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أصابِعَه

'যে ব্যক্তি দুজন কন্যা সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে, আমি আর সে কিয়ামতের দিন এরূপ পাশাপাশি থাকব—এই বলে তিনি হাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে দিলেন।'[১০]

সন্তানদের হকসমূহ সঠিকভাবে আদায় করা এবং তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার অনেক ফজিলত রয়েছে। জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও নেককার সন্তানের পিতাগণ সাওয়াব পেতেই থাকবেন। হাদিসে এসেছে, মানুষ মারা গেলে তার আমলের দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

---

৮. 'কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।' এ কথাটি বলে কুরআনের এই আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।' যেন মূল আয়াতে বলা হয়েছে : 'আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না'—তা বিজলি বা দমকা বাতাসের মতো এক মুহূর্তের জন্যই বা হোক না কেন। এই কথাটির মতলব হলো, জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত বসানো হবে এবং এর ওপর দিয়ে সবাইকে যেতে হবে—নেককার হোক বা বদকার; মুসলমান হোক বা কাফির। পার্থক্য এতটুকু যে, বদকাররা জাহান্নামে পড়ে যাবে আর নেককাররা পুল পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। এই হাদিসের মর্ম হলো, যে ব্যক্তির তিন সন্তান মারা যাবে, সেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তবে তা এক মুহূর্তের জন্য। সে জাহান্নামের ওপর দিয়ে যাবে এবং এতে আল্লাহর কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। এই সামান্য মুহূর্তও পুলসিরাত পার হতে গিয়ে। এর অর্থ এই নয় যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আজাব ভোগ করবে। তার কেবল পুলসিরাত অতিক্রম করাই আল্লাহর তাআলার কসম পূর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। (ফাতহুল বারি) {অনুবাদক}

৯. সহিহ বুখারি : ১২৫১

১০. সুনানে ইবনে মাজাহ, সহিহ মুসলিম : ২৬৩১

তবে তিনটি উৎস থেকে সাওয়াব আসতেই থাকে। তার মধ্যে একটি হলো, পৃথিবীতে রেখে যাওয়া নেককার সন্তান, যে পিতার জন্য দুআ করে।[১১]

দশ. এ ছাড়াও বিবাহের অনেক ফজিলত রয়েছে। যেমন : লজ্জাস্থানের হিফাজত, দৃষ্টির সুরক্ষা ও আত্মিক প্রশান্তি। কেননা, পুণ্যবতী স্ত্রী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

'পুরো দুনিয়া ভোগের উপকরণ আর সর্বোত্তম ভোগের উপকরণ হলো নেককার স্ত্রী।'[১২]

পাপের অংশীদার

আল্লাহর রহমতে যৌবনে পদার্পণ করার আগ পর্যন্ত আমার জীবন ছিল কাঁচের মতো স্বচ্ছ, জলের ন্যায় নির্মল। তাতে ছিল না কোনো পঙ্কিলতা কিংবা কলঙ্কের কালো দাগ। কিন্তু তারুণ্যে পা রাখার সময়গুলোতে আমার কচি হৃদয়ে জন্ম নিল জনৈক চাচাতো বোনের প্রতি ভালোবাসা। প্রথম দিকে আমি তার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতাম এবং পড়ালেখার খোঁজখবর নিতাম। এক সময় আমার হৃদয়রাজ্য দখল করে নিল তার ভালোবাসা। আমি আটকা পড়ে গেলাম তার প্রেমের জালে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি আম্মুকে গিয়ে ধরলাম, তিনি যেন চাচাতো বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে আব্বুর সাথে কথা বলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আব্বুর কাছে বিয়ের কথা পাড়তে অস্বীকৃতি জানালেন। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, বিষয়টি নিয়ে আমি নিজে সরাসরি আব্বুর মুখোমুখি হবো। অবশেষে তাঁর সাথে কথা বললাম। শুনেই তিনি আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। কারণ হিসেবে বললেন, এতে আমার পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল শেষ করার পর তিনি এসব নিয়ে ভাববেন বলেও জানালেন।

---

১১. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

১২. মুসনাদে আহমাদ : ৬৫৬৭, সুনানে নাসায়ি : ৩২৩২

আমার দিনগুলো কেমন মলিন ও বিষণ্ন হয়ে উঠল! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে যেন শুকোতে লাগল হৃদয়ের ছোট্ট কাননটি। আবেগগুলো হঠাৎ দলবেঁধে যেন কোথাও হারিয়ে গেল। একবার কুসঙ্গে পড়ে প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে সফর করার মনস্থ করলাম। হায়, এর আগেই যদি আমার মৃত্যু এসে যেত! সেখানে আমি বিভিন্ন খারাপ ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়লাম। এমনকি এসব জঘন্য কাজ আমার ভালো লেগে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল শেষ করার দিনগুলোতে আমার মনে হতে থাকে বিয়ে একটি গুরুত্বহীন বিষয়। এমনকি বিয়ের ব্যাপারে কোনো চিন্তাই আমি করতাম না। শিক্ষাজীবন শেষ করে আমি শহরের বাইরে একটা চাকরিতে যোগ দিলাম। এদিকে অশ্লীল সব পাপ আমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছিল, বিভৎস অপকর্মগুলো প্রতিনিয়ত আমার আমলনামার পৃষ্ঠাগুলো কালো করে তুলছিল। পাপের এই প্রলয় আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করল, যখন আমাকে কাফিরদের একটি দেশে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ছয় মাসের একটি কোর্সে পাঠানো হলো। প্রবাসের এই দিনগুলোতে আমি যা-ই ইচ্ছে হয়েছে তা-ই করেছি। কোর্স শেষ করে আমি দেশে ফিরলাম। কিন্তু ততদিনে হৃদয়াকাশ পাপের ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, আমার ওপর অভিশাপের অগ্নিবৃষ্টির বর্ষণ শুরু হয়েছে।

অবশেষে আমি জীবনের হিসাব মেলাতে শুরু করলাম। আমার সেই চাচাতো বোন এখন চার সন্তানের মা। তার স্বামী পরিপাটি শান্তশিষ্ট এক ভদ্র লোক, চেহারায় তার কল্যাণের দীপ্তি। পরম সুখে কাটছে তাদের দাম্পত্য জীবন। জীবনের এ পর্যায়ে এসে আমি দিব্যি উপলব্ধি করতে পারছি, আব্বু আমার ব্যাপারে কত বড় অন্যায় করেছেন! কীভাবে তিনি আমাকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছেন!! বিয়ে করে সবার মতো আমিও পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনযাপন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সেই সুযোগটি কেড়ে নিলেন। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমি তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করব।

আব্বু, আল্লাহ আপনার চেহারাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীটির প্রতি একটু লক্ষ করুন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং সবাই আপন আপন অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১৩]

আব্বু, আমার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত ছিল। আমি ভয় পাচ্ছি, দায়িত্বে অবহেলার কারণে আপনি শাস্তির মুখোমুখী হবেন।

পরামর্শ

মানুষের চলার পথে যখন আঁধার নেমে আসে এবং অগ্রগতির ব্যাপারে সে যখন নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন সে তার নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীদের কাছে ছুটে যায় পরামর্শের জন্য। কিন্তু পরামর্শের বিষয়টা অনেক কঠিন ও জটিল। এটি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তাই পরামর্শদাতা একজন আমানতদারের মতো—যেমনটি হাদিসে এসেছে—সঠিক পরামর্শ না দিলে সে খিয়ানতকারী বলে গণ্য হবে।

অনেক যুবক-যুবতি তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পরামর্শের জন্য বেছে নেয় তার বয়সের কোনো সহপাঠী বা বন্ধুকে। আর তাই আমরা পরামর্শের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি দেখতে পাই। এর প্রধান কারণ হলো, পরামর্শদাতা আর গ্রহীতা উভয়েই কাছাকাছি বয়সের। এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে, পরামর্শদাতাদের মধ্যে কেউ হয় হিংসুক, কেউ-বা লোভী—আপন স্বার্থ হাসিলের ধান্দায় থাকে। আবার কেউ চায় সম্পূর্ণ নতুন একটি মত দিয়ে সবার চেয়ে আলাদা হতে, কেউ-বা ভুল সিদ্ধান্ত দিতে সিদ্ধহস্ত। কেউ বলে, আরে জীবনটাকে একটু উপভোগ করে নাও—এত তাড়াহুড়ার কী আছে? অথচ, তারাই অন্য কোনো বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়। যেমন : কোনো যুবক গাড়ি কিনতে চাইলে, এ বিষয়ে ভালো জানাশোনা আছে এমন লোককে জিজ্ঞেস করে। হতে পারে সে কোনো গাড়ির মালিক, যে গাড়ির বিষয়ে খুঁটিনাটি সবকিছু জানে—যেমন : গাড়ির মূল্য, গতি, সৌন্দর্য,

---

১৩. সহিহ বুখারি : ৫২০০

স্থায়িত্ব ইত্যাদি। তরুণী জিজ্ঞেস করে, সেটা সবচেয়ে নতুন মডেল কি না এবং দেখতে সুন্দর কি না? এসব বিষয়ে তারা বাবাকে জিজ্ঞেস করে না, দাদাকেও না। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।

এক তরুণীকে জনৈক হাফিজে কুরআন বিয়ের প্রস্তাব দিল। সে প্রসিদ্ধ একটি মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু মেয়েটি তাকে নিরাশ করল, তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। কিন্তু কেন? কারণ তার পরামর্শদাতা তাকে বলেছে, এই লোকটি কঠিন স্বভাবের হবে—এমন লোকের সঙ্গে ঘর করা যায় না। তাকে জবাব দিয়ে দাও। এমন একজনের জন্য অপেক্ষা করো, যার সাথে তুমি সুখে দিনযাপন করতে পারবে এবং উপভোগ করতে পারবে মধুর দাম্পত্য জীবন। তা ছাড়া সে সাইজে খাটো। এত তাড়াহুড়ো কীসের? দেশে কি যুবকের অভাব পড়েছে?

মেয়েটি তার পরামর্শে সাড়া দিল, যেন সে তার মতের পক্ষে কোনো সমর্থন খুঁজে ফিরছিল। যদিও সে একজন যুবক কামনা করছিল। কিন্তু সুযোগ তো আর বারবার আসে না। এই যুবকের মতো আর কাউকে কি সে পাবে? পৃথিবীতে হাফিজে কুরআনের সংখ্যা অনেক কম, আমাদের দেশের কথা তো বাদই দিলাম। মেয়েটি এমন একটি সুযোগ হারাল, যা আর আসবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে এমন একটি যুবক দান করলেন, যে দেখতে সুন্দর, পোশাকে স্মার্ট, কথাবার্তায় রসিক ও চালচলনে ভদ্র—ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল। কিন্তু সে নামাজ পড়ে না—ইচ্ছে হলে পড়ে, না হলে ছাড়ে। যেন এ বিষয়ে সে স্বাধীন। রমজান এলে মেয়েটি তারাবিহ পড়তে ওই মসজিদে যায়, যার ইমাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তরুণ ইমামের সুমধুর তিলাওয়াত মেয়েটির হৃদয়কে আকুল করে তোলে। তার চোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। সে তার সেই পরামর্শদাতাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

তাই বিবাহসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমদের সাথে পরামর্শ করা প্রতিটি যুবক-যুবতির জন্য অতীব জরুরি। তরুণীদের জন্য তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিসটিই যথেষ্ট।

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

'যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।'[১৪]

আর যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় একটি নসিহত হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীটি :

فا ظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'দ্বীনদার মেয়ে নির্বাচন করে ধন্য হও। (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক[১৫] তোমার উভয় হাত।'[১৬]

বিয়ের ব্যাপারে উদার হোন

যুবকরা যখন কোনো মেয়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তখন তাদের আর্থিক অবস্থা থাকে একেবারেই সাদামাটা। তার হয়তো সাধারণ একটা গাড়ি থাকে, কিন্তু নিজস্ব কোনো বাড়ি থাকে না। নফল ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রেও তার কিছুটা ঘাটতি থাকে। লোকদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখে পরিচালক ও দায়িত্বশীলরা, যাদের আল্লাহ তাআলা মেয়ে ও বোনদের অভিভাবক বানিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ এক পরিবারের জনৈক গুণবতী যুবতির কথা আমার মনে পড়ে, যে তার মাকে নিয়ে শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ.-এর নিকট যায়। শাইখ ছিলেন খুবই দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। মেয়েটির বিয়ে সম্পর্কে

---

১৪. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭, সুনানে তিরমিজি : ১০৮৫

১৫. আরবদের বাকরীতিতে এমন কিছু বাক্য আছে, যেগুলোর আক্ষরিক অর্থ বদদুআর মতো হলেও, আসলে তা নয়। বরং এসব বাক্য দ্বারা কখনো প্রশংসা বোঝানো হয়, কখনো বা উল্লিখিত কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়। যেমন : তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, তোমার মা না থাকুক ইত্যাদি। 'ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত'—এটিও অনুরূপ একটি বাক্য। এর দ্বারা এখানে দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। (আউনুল মা'বুদ ও তুহফাতুল আহওয়াজি) {অনুবাদক}

১৬. সহিহ বুখারি : ৫০৯০

শাইখকে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জানতেন না, মেয়েটি সেখানে আছে। তিনি তার মাকে বলেন, 'সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল কোনো যুবক প্রস্তাব নিয়ে এলে আপনারা তাকে ফেরত দেবেন না এবং বিয়েতে দেরি করবেন না। এটাই মূলত জীবন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ধারণা। অনেক মেয়ের কাছে নিজের বা তার পরিবারের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সালাতে যত্নবান ও হাফিজে কুরআন যুবকরা প্রস্তাব নিয়ে আসে না; বরং অল্প দ্বীনদার ছেলেরা আসে। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ওদের সাথেও বিয়েতে রাজি হয়ে যাওয়া এবং বিয়ের পর ধীরে ধীরে তাদের দ্বীনি অবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করা।

আপনিই জিম্মাদার

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা যুবকদের যথাযথভাবে যাচাই করার দায়িত্বটি মেয়ের অভিভাবকের ওপর বর্তায়। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে ছেলের ব্যাপারে খোঁজখবর নেবেন। তার এলাকার মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তার প্রতিবেশী ও কলিগদের সাথে কথা বলে তার চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করার চেষ্টা করবেন। মোটকথা কলিজার টুকরো সন্তানকে কার হাতে তুলে দিচ্ছেন, অভিভাবক তা অবশ্যই যথাসম্ভব নিশ্চিত হয়ে নেবেন। অন্যথায় তার জিম্মাদারি আদায় হবে না।

হাসান বসরি রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ কোনো মেয়েকে ফাসিকের সাথে বিয়ে দিল, সে যেন তাকে নিজ হাতে কেটে টুকরো টুকরো করল।'

হে অভিভাবক!

আপনি যখন কোনো জমি ক্রয় করতে চান, তখন কী করেন? আপনি প্রায় এক মাস সময় জমিটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে ব্যয় করেন। আপনি বারবার সেই জমিটি দেখতে যান। একে ওকে জিজ্ঞেস করেন। ভূমি অফিসে ছোটছুটি করেন। আপনার সম্মান—আপনার আদরের মেয়েটি কি জমিনের চেয়েও অধিক হকদার নয়!? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! আজকাল মানুষের বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়ে গেছে!

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। রিয়াদ শহরের এক লোক কাসিমের এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়ের বাবা ছেলের খোঁজখবর জানার জন্য রিয়াদ আসেন। তিনি তার মহল্লার মসজিদের এক মুসল্লিকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। লোকটি ছিল বেশ দ্বীনদার ও পরহেজগার। সে বলল, 'আমি কখনো তাকে এই মসজিদে নামাজ পড়তে দেখিনি। তবে আমি জানি, সে অমুক এলাকায় আমাদের জনৈক আত্মীয়ের কাছাকাছি থাকে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তার সম্পর্কে আমার আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করে দেখি।' সেই আত্মীয় লোকটি বলল, 'আমি তাকে কখনো মসজিদে দেখিনি। আমি তার পাশে থাকে, এমন একজনকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তাকে নামাজ পড়তে দেখিনি; তবে তার আদব-আখলাক ভালো—লোকদের সালাম-কালাম করতে দেখা যায়।'

এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে ছেলেটির চরিত্রের পূর্ণ একটি মানচিত্র মেয়েটির অভিভাবকের সামনে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি মেয়েকে অবশেষে এই বেনামাজি ছেলেটির কাছেই বিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! তাহলে এত কষ্ট করে আপনি তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন কোন দুঃখে? পরে আমি জানতে পেরেছি, বিবাহের পাঁচ মাসের মাথায় ছেলেটি তার মেয়েকে তালাক দিয়ে দিয়েছে!

আর ছেলের জন্য কনে নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বটি বর্তায় মা ও বোনদের ওপর। তারা বিভিন্নভাবে প্রস্তাবিত মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে, তার অবস্থা সম্পর্কে জানবে এবং তার দ্বীনদারি ও লজ্জা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবে। কারণ, মেয়ে সম্পর্কে ছেলেরা যা জানতে পারে না, মা ও বোনেরা অতি সহজেই তা জানতে পারে। মেয়েরাই মেয়েদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখে।

পিতার প্রতি সন্তানের হৃদয়ের আকুতি!

আব্বু, আমাকে আমার যৌবন অনুভব করতে দিন—তারুণ্যের পুষ্পিত দিনগুলো আমি উপভোগ করতে চাই।

আব্বু, চোখের সামনে উথাল-পাতাল করছে ফিতনার উত্তাল সমুদ্র। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার আগেই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

আব্বু, হয়তো আল্লাহ আপনাকে নেককার নাতি-নাতনি দান করবেন।

আব্বু, ফিতনা আমার একেবারেই সন্নিকটে—হাত বাড়ালেই আমি তার নাগাল পাই।

আব্বু, আমি আর ছোট নেই। আমি এখন পূর্ণ যুবক।

আব্বু, আমি আর সেই ছোট্ট খুকিটি নেই। আমি এখন পূর্ণ তরুণী—অধীর আগ্রহে যে পথ চেয়ে থাকে তার স্বপ্নের রাজকুমারের প্রতীক্ষায়।

আব্বু, হারামের চেয়ে হালাল উত্তম।

আব্বু, আপনি আমাকে অশ্লীল ও অশালীন কাজের শিকার হতে দেবেন না।

আব্বু, আমার দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করলে কিয়ামতের দিন আপনি আল্লাহর কাছে অনেক বড় প্রতিদান পাবেন।

আব্বু, খিদে পেলে মানুষ খাবার খায়। হালাল থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতা

সাহাবা ও তাবেয়িদের অনুগামী এক তালিবে ইলম ও আল্লাহর পথের দায়ির কথা আমি জানি। তার তিনটি কন্যা ছিল। যখনই কোনো নেককার যুবক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, তিনি তার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছেন। তিন মেয়ের সবাইকে তিনি পনেরো বছরে পা রাখার আগেই বিয়ে দিয়েছেন।

এ বছরই দুই যুবক মাধ্যমিক স্তরে পড়াকালীন বিয়ে করে ফেলেছে। ফলে তাদের আচার-আচরণ ও আদব-আখলাক অনেক মার্জিত ও উন্নত হয়েছে।

তাদের পড়ালেখার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জনৈক শিক্ষক তো ক্লাসে একবার বলেই ফেললেন, 'যারা পড়ালেখায় ভালো করতে চায়, তারা যেন ওদের মতো বিয়ে করে নেয়।' ইরাকে অনেক পরিবারে ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ চল্লিশের কোঠায় পা রাখার আগেই দাদা হয়ে যায়।

বিবাহ দেরিতে করার কারণসমূহ

বিয়ে রাসুলগণের সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসুল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।'[১৭]

বিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামত। এর দ্বারা মানুষ বহুবিধ দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ লাভ করে। ব্যক্তিজীবনে তো বটেই সামষ্টিক জীবনেও বিয়ের উপকারিতা অপরিসীম। তাই শরিয়ত এটিকে বৈধ ও জরুরি সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[১৮]

---

১৭. সুরা রা'দ : ৩৮
১৮. সুরা নুর : ৩২

দেরিতে বিয়ে করা বর্তমান সমাজের একটা সাধারণ চিত্র। এর অনেক কারণ আছে—যার কোনোটা সম্পৃক্ত পরিবারের সাথে, কোনোটা সমাজের সাথে আবার কোনোটা তরুণ-তরুণীদের সাথে। নিম্নে দেরিতে বিয়ের কারণগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

এক. বিয়ের শরয়ি উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং বিবাহকে ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করা। মানুষ যখন জানবে বিবাহ একটা ইবাদত, তখন দাম্পত্য জীবনের ছোটখাট ঝামেলাগুলোকে তার কাছে আর সমস্যাই মনে হবে না; বরং সকল জটিলতা তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে।

বিবাহের মধ্যে একাধিক ইবাদতের সম্মিলন ঘটেছে। এর মাধ্যমে যুবকরা পবিত্র রাখে নিজেদের যৌবন আর মেয়েরা হিফাজত করে তাদের সতীত্ব। কালের পথ-পরিক্রমায় বিয়ের মাধ্যমে জন্ম নেয় একের পর এক মুমিন প্রজন্ম—যারা আল্লাহর ইবাদত করে, নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে।

দুই. অর্থহীন লৌকিকতা, ব্যয়বহুল সাজসজ্জা, মনগড়া সব রসম-রেওয়াজ পালন, অহংকারের প্রদর্শনী ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মনোবৃত্তি বিয়ের মতো সহজ একটি ইবাদতকে কঠিন করে তুলেছে—যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমাজে এর প্রভাব খুবই মারাত্মক। বিলম্বিত বিবাহের কারণে যুবকরা হারিয়ে ফেলে তাদের যৌবনের পবিত্রতা, হুমকির সম্মুখীন হয় মুসলিম মেয়েদের সতীত্ব।

তিন. পড়াশোনা ও বিয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করে বসা। অনেক যুবক পড়ালেখা শেষ করার আগে বিয়ের কথা কল্পনাও করতে পারে না। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কুফরি রাষ্ট্রে পাড়ি জমায় এবং সেখানে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়। আর মেয়েদের চিন্তা-চেতনা জুড়ে থাকে পড়াশোনা। তাদের অনেকেই পড়ালেখা শেষ করার বাহানায় বিয়েকে পিছিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল শেষ করার পূর্বে তারা বিয়ের কথা ভাবতেও পারে না। তাদের বালেগ হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টি হিসেব করলে দেখা যায়, এটি প্রায় সাত বছর দীর্ঘ—কারও কারও ক্ষেত্রে এটি আরও দীর্ঘতর।

চার. বর নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক ধারণার অভাব। তাই বরের প্রশ্ন উঠলেই যে কথাগুলো প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় তা হলো, তার কাজ কী? বেতন কত? এ কারণে শুধু দুই-তিনটি নয়, দশ-দশটি পর্যন্ত প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

'যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।'[১৯]

পাঁচ. বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শদাতাদের অভাব নেই, কিন্তু তাদের কারও শরয়ি জ্ঞান নেই। পাড়া-পড়শি, ছেলের বন্ধু, মেয়ের বান্ধবী—পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে থাকে না। অথচ, শরয়ি জ্ঞানের অভাবে তারা এর ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না।

ছয়. তরুণ-তরুণীর দৃষ্টিতে লেগে থাকে ঘোর লাগা এক স্বপ্ন। ফলে যুবকরা খুঁজে বেড়ায় পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনুপম এক মেয়ে। কখনো কখনো পাত্রী তাদের কল্পনার রাজকুমারীর উচ্চতা থেকে মাত্র এক সেন্টিমিটার খাটো হওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙে দেয়! অন্যদিকে মেয়েরাও তালাশ করে ফিরে তাদের স্বপ্নের রাজপুরুষ। সাধারণত এই বয়সের তরুণদের মধ্যে সব গুণ একত্রিত হয় না। কিন্তু নাছোড়বান্দা মেয়েরা একে একে সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে থাকে।

সাত. সমাজে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠা তরুণ-তরুণীদের ইঙ্গিতে বিয়ের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার প্রচলন না থাকা। একসময় সমাজের গুণী মুরব্বিরা যুবকদের বিয়ের জন্য প্ররোচিত করতেন—বলতেন, ওদের একটি মেয়ে আছে, তাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। তিনি নিজেও এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এখন আর সেই যুগ নেই, কল্যাণের সেই ধারা আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

আট. বৈবাহিক জীবনের বিভিন্ন জটিলতার কথা, দাম্পত্য জীবনের কলহ ও অশান্তির বর্ণনা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবারের পারস্পরিক ঝগড়া-

---

১৯. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭, সুনানে তিরমিজি : ১০৮৫

বিবাদের খবর নষ্ট মিডিয়াগুলো ফলাও করে প্রচার করে থাকে। ফলে সমাজে এক ধরনের বিবাহভীতি জন্ম নেয়।

নয়. দাম্পত্য জীবনের দায়-দায়িত্ব ও সন্তানদের পরিচর্যার ব্যাপারে অযোগ্য ও অমনোযোগী হয়ে বেড়ে ওঠা। কেননা, আমাদের তরুণ-তরুণীরা খেল-তামাশা ও বেহুদা কাজকর্মের মাঝে সময় কাটায়। এই অবস্থায়ই তারা বালেগ হয়ে ওঠে। অথচ, জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই অর্জিত হয়নি।

দশ. পাপ ও অশ্লীলতার উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতা; দূর দেশে সফরের সুযোগ এবং ফিতনার আধিক্যের কারণে তরুণ-তরুণীরা বিয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এগারো. ছেলে-মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক, যার ফলে ছেলেরা বিয়ে করতে দেরি করে এবং মেয়েরা সকল প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।

বারো. কোনো কোনো পরিবার মেয়েদের চাকরির বেতনের লোভে কিংবা তাদের সেবা পাওয়ার জন্য বিয়ে বিলম্বিত করে। এ ছাড়াও ছোট বোনের বিয়ে বড় বোনের আগে হয়ে যাওয়া এড়াতেও বিয়ে বিলম্বিত হয়।

সমাধানের প্রস্তাবনা

ছেলে-মেয়েদের বিয়ে বিলম্বিত হওয়ার ক্ষতি অনেক ব্যাপক। সমাজে এর প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত মারাত্মক। জাতিকে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে বাঁচানোর কয়েকটি নমুনা প্রস্তাব নিম্নে পেশ করছি :

এক. বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য ও উপকারিতা সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং বিয়েসংশ্লিষ্ট শরয়ি আহকাম ও শিষ্টাচারসমূহ মানুষকে শেখাতে হবে। যথাসময়ে বিবাহ না করার ক্ষতি সম্পর্কে সমাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে বিয়েতে অনীহা ও বিলম্বিত বিবাহের প্রবণতা। আর এ কাজে প্রথম এগিয়ে আসতে হবে ইমাম, খতিব, লেখক, দায়ি ও মুবাল্লিগদের।

দুই. যেসব তরুণ-তরুণী অল্প বিয়সে বিয়ে করেছে, তাদের খবরসমূহ ইতিবাচক মনোভঙ্গি সহযোগে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাদের ও তাদের মা-বাবার এই কাজের প্রশংসা করা।

তিন. সমাজের লোকদের হৃদয়ে এ কথা গেঁথে দেওয়া যে, যৌবনের প্রারম্ভই বিয়ে করার উত্তম সময়। জনৈক জ্ঞানী লোককে প্রশ্ন করা হলো, বিয়ের উত্তম সময় কোনটি? তিনি উল্টো জিজ্ঞেস করে বসলেন, মানুষের কখন খাওয়া উচিত? প্রশ্নকর্তাও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, যখন খিদে পায়। এবার তিনি বললেন, বালেগ হওয়ার পর যখনই ছেলে-মেয়ের জৈবিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন দেখা দেবে, তখনই চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য তাকে বিয়ে করিয়ে দিতে হবে।

চার. উলামা ও জ্ঞানী-গুণীরা সন্তানদের দ্রুত বিয়ের ব্যাপারে মাতা-পিতাকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং তাদের চারিত্রিক অধঃপতন ও যৌবন ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক করবেন।

পাঁচ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ মেনে কোনো ধরনের লৌকিকতা, জাঁকজমক ও অপচয় না করে একেবারে সাদামাটাভাবে বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَوْلِمْ لَوْ بِشَاةٍ

'একটি ছাগল দিয়ে হলেও তোমরা 'ওলিমা'[২০] করো।'[২১]

এখানে তিনি বিয়ের বিষয়টিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ছয়. অল্প মহরে বিয়ে সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মোহর কম হওয়া সৌভাগ্যের আলামত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

---

২০. বিয়ে উপলক্ষ্যে বরপক্ষের আয়োজিত ভোজ। (অনুবাদক)
২১. সহিহ বুখারি : ৫১৫৫, সহিহ মুসলিম : ১৪২৭

'বিয়ে সহজে হয়ে যাওয়া, মোহর অল্প হওয়া এবং জরায়ুপথ সুগম হওয়া [২২], নারী ভাগ্যবতী হওয়ার নিদর্শন।'[২৩]

উমর রা. বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا فِيْ صَدُقَاتِ النِّسَاءِ-أَيْ مُهُوْرِهِنَّ- فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَاقَةِ الْمَرْأَةِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتّى يَقُولَ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَرَقَ الْقِرْبَةِ

'হে লোকসকল, তোমরা স্ত্রীদের জন্য অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করো না। মোহর বেশি ঠিক করা যদি দুনিয়াতে সম্মানের কারণ হতো কিংবা আল্লাহর কাছে তাকওয়া হিসেবে গণ্য হতো, তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বেশি হকদার ছিলেন। অথচ, তাঁর কোনো স্ত্রী বা কন্যার মোহর বারো উকিয়ার বেশি ছিল না। মানুষ স্ত্রীর মোহর তো বেশি নির্ধারণ করে ফেলে, কিন্তু পরে তা নিজের সঙ্গে শত্রুতা হিসেবে পরিগণিত হয়; এমনকি অবশেষে এ পর্যন্ত বলে ফেলে, আমি তোমার কাছে পানির মশক বাঁধার রশিটি পর্যন্ত নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'[২৪]

সাত. লোকদের বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা, বিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। হাদিসে এসেছে,

---

২২. জরায়ুপথ সুগম হওয়ার অর্থ হলো, মিলনের সময় নারীর গর্ভাশয় সহজে পুরুষের শুক্রাণু গ্রহণ করা। (অনুবাদক)

২৩. মুসনাদে আহমাদ : ২৪৪৭৮

২৪. মুসনাদে আহমাদ

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

'বিবাহ আমার সুন্নাতের[২৫] অন্তর্ভুক্ত। যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা, আমি অন্যান্য উম্মতের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।'[২৬]

তরুণীদের বিয়ে না দিয়ে ঘরে রেখে দেওয়ার মতো দ্বীন পরিপন্থী আচার-প্রথাগুলোকে সমাজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা জ্ঞানী মুরব্বিদের একান্ত কর্তব্য।

আট. ধনী, সামর্থ্যবান ও সম্পদশালীদের উচিত তাদের নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ও পরিচিতজনদের বিবাহ সম্পাদনে সার্বিক সহায়তা করা; যাতে ছেলে-মেয়েরা তাদের যৌবন পবিত্র রাখতে পারে। শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ. ফতওয়া দিয়েছেন, এটি জাকাতের সম্পদ ব্যয় করার খাতগুলোর অন্যতম। শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন রহ. বলেন, দরিদ্র লোকদের বিয়েতে মোহর ও অন্যান্য খরচাদি মেটানোর পরিমাণ জাকাতের সম্পদ ব্যবহার করা জায়েজ।

নয়. বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা যুবকদের বিয়ে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং অভিভাবকদেরও তাদের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে—অধীনস্থদের প্রতি দায়-দায়িত্বের কথা এবং কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হওয়ার বিষয়টি বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। মেয়ের বাবার নিকট অত্মীয়তার প্রস্তাব নিয়ে তাকেই যেতে হবে।

দশ. যুবকদের এই সুসংবাদ দিতে হবে যে, জীবিকার দরোজা খোলা ও রিজিক বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো বিয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২৫. 'এখানে সুন্নাত অর্থ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ ও কর্মপন্থা—সুন্নাতের বহুল প্রচলিত অর্থ ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মধ্যবর্তী হুকুমের নাম নয়। (অনুবাদক)
২৬. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৪৬

ثَلَاثَةٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ النَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলা নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। ১. যে হারাম থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করে। ২. যে 'আবদে মুকাতাব'[২৭] তার চুক্তি পূর্ণ করার নিয়ত রাখে। এবং ৩. যে মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।'[২৮]

এগারো. যুবক-যুবতিদের জেনে রাখা চাই যে, বিয়ের প্রথম দিকের সহজ-সরল দিনগুলোই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সোনালি মুহূর্তগুলো পরস্পরের প্রেমকে আরও নিবিড় করে তোলে—উভয়ের হৃদয়ে বয়ে দেয় অনন্ত ভালোবাসার এক অনাবিল ঝরনাধারা। আর খরচের পরিমাণ তো ছকবাঁধা আছেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ﴾

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করবে।'[২৯]

বারো. যুবকদের দূরদূরান্তে অযথা সফর করার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করতে হবে। দ্বীন ও সম্পদ যেন নষ্ট না করে, এ ব্যাপারে তাদের বারংবার সতর্ক করবে। তাদের এ কথা বোঝাতে হবে যে, একটি মাত্র সফরে সে যা খরচ করে, বিয়েতে এই পরিমাণ অর্থও ব্যয় করতে হয় না। আর যারা বিয়ে করেনি, তাদের রোজা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

---

২৭. নির্দিষ্ট অঙ্ক পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস। (অনুবাদক)

২৮. মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিজি : ১৬৫৫

২৯. সুরা তালাক : ৭

'হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যার (দাম্পত্য জীবন নির্বাহের) সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয় আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা যৌনস্পৃহা দমন করে।'[৩০]

তেরো. বিয়ে করতে আগ্রহী যুবককে অবশ্যই হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে আপন জীবনসাথি বেছে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত সব বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির ঊর্ধ্বে উঠে তাকে বিবেচনা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ...

'চারটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়...'

এই চার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'দ্বীনদার মেয়ে নির্বাচন করা তোমার জন্য আবশ্যক; (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।'[৩১]

তিনি আরও বলেন,

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'পুরো দুনিয়া ভোগের উপকরণ আর সর্বোত্তম ভোগের উপকরণ হলো নেককার স্ত্রী।'[৩২]

---

৩০. মুসনাদে আহমাদ : ৩৫৯২, সহিহ বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০

৩১. সহিহ বুখারি : ৫০৯০

৩২. মুসনাদে আহমাদ : ৬৫৬৭, সুনানে নাসায়ি : ৩২৩২

আর মেয়েদের ব্যাপারে বলেছেন,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

'যার দ্বীনদারি ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।'[৩৩]

চৌদ্দ. দ্রুত বিয়ে করতে চায়, এমন অনেক যুবকই পরিবারের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, বর্তমানে মানুষের ধ্যান-ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এমন যুবকদের অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং অধিক হারে দুআ করতে হবে আর আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাইতে হবে; যাতে তিনি কোনো পথ খুলে দেন। পাশাপাশি তাকে এমন সব লোকদের খোঁজখবর রাখতে হবে, যারা তাদের মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে আগ্রহী।

পনেরো. সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের ফজিলত শুনিয়ে যুবকদের বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটি এমন একটি সদাকা যার প্রতিদান সে জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

'আদম-সন্তান যখন মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে আমলের ধারা জারি থাকে।'

হাদিসে বর্ণিত তিনটি উৎসের একটি হলো (وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) এমন নেককার সন্তান, 'যে তার পিতার জন্য দুআ করে।'[৩৪]

ষোলো. পরিবারের লোকদের দেরিতে বিয়ে দেওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা। কখনো অপেক্ষা করতে করতে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বয়সটাই পার হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৩৩. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭, সুনানে তিরমিজি : ১০৮৫

৩৪. আন-নাফাকাহ আলাল ইয়াল লি ইবনি আবিদ দুনিয়া : ৪৩০, সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

يَا عَلِيُّ ثَلاَثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا دَنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا

'হে আলি, তিনটি বিষয় কখনো বিলম্ব কোরো না। ১. নামাজ, যখন সময় হয়ে যায়। ২. জানাজা, যখন উপস্থিত হয়। ও ৩. অবিবাহিতা মেয়ের যখন উপযুক্ত স্বামী পাওয়া যায়।'[৩৫]

সতেরো. সংশ্লিষ্ট পরিবার ও আশেপাশের লোকদের তাদের ছেলে-মেয়েদের দ্রুত বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তুত করে তোলা। আমি এমন এক আলিমের কথা জানি, যিনি তার সকল মেয়েকে পনেরো বছরে পদার্পণের পূর্বেই বিয়ে দিয়েছেন। আমি এমন কোনো সৌভাগ্য দেখিনি, যা তারা লাভ করেনি।

আঠারো. বাবা-মাকে সন্তানদের দ্রুত বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এ বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। কারণ, বিলম্বিত বিবাহ তাদের চরিত্র নষ্ট এবং অবৈধ সম্পর্কের কারণ হতে পারে। আর এতে সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাই গুনাহগার হবে। কেননা, তারা ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অবহেলা করেছে, জীবনের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণে এবং আল্লাহ পছন্দনীয় পথে চলতে তাদের বাধা দিয়েছে।

উনিশ. বিয়ের উপযুক্ত সন্তানরা বাবা-মায়ের উদ্দেশে চিঠি লিখবে। এতে তাদের প্রশংসা করবে, তাদের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করবে এবং বিয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরবে। বিশেষ করে এই অনুরোধ করবে, সৎ ও নেককার কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে, তাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। পরিশেষে বাবা-মার জন্য দুআ করে কথা শেষ করবে।

বিশ. যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান একটি সুন্নাত ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সে যেন অভিযাত্রী দলের প্রথম কাতারে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাকে নেক সন্তান দান করবেন, যারা তার আমলনামায় সাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হবে।

---

৩৫. মুসনাদে আহমাদ

হে ভাগ্যবান পিতা!

সন্তানদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করুন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাদের বিয়ের কাজটি সেরে ফেলুন। বিশ্বনবির একটি মহান আদর্শ সমুন্নত করার সাওয়াব আপনি আল্লাহর কাছে পাবেন।